TRANSLATION FROM BENGALI INTO ENGLISH

WORKED-OUT EXAMPLES

● **1.** রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন, কিভাবে, কোন দিক দিয়া দেখা দিবে সে কথা কাহারও অনুমান করিবার জো ছিল না। তাহার বৈমাত্রেয় বড়ভাই শ্যামলালকেও ঠিক শান্ত প্রকৃতির লোক বলা চলে না। কিন্তু সে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড করিত না। গ্রামের জমিদারী কাছারীতে সে কাজ করিত এবং নিজের জমিজমা তদারক করিত। শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী যেবার প্রথম ঘর করিতে আসেন—সে আজ তের বছরের কথা—সে বছর রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আড়াই বছরের শিশু রাম এবং এই মস্ত সংসারটা তাহার তের বছরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান।

Ramlal was young in age but no novice in mischievousness. The people of the village were afraid of him. Nobody could guess when, how and from which direction his outrages would come. His elder step-brother, Shyamlal, was not also exactly a man of mild nature. But he did not inflict heavy punishment for a light offence. He worked at the office of the village zamindar and looked after his own estate. Ram's widowed mother died in that very year when Shyamlal's wife Narayani had come to this house as a newly-wed bride about thirteen years ago. At the time of her death, she handed over the charge of the two-and-a-half-year-old child Ram and of this big household to her thirteen-year-old young daughter-in-law Narayani.

● **2.** একদিন একটি লোক তাহার বন্ধুর নিকটে বলিল, "ভাই অন্যমনস্কতার জন্য আমি নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। সেদিন একখানি হাজার টাকার নোট সামান্য কাগজ মনে করিয়া পোড়াইতে গিয়াছিলাম। ভাগ্যে আমার স্ত্রী দেখিতে পাইয়াছিলেন ; নতুবা হাজার টাকা লোকসান হইত।" তাহার বন্ধু উত্তর করিলেন, "অন্যমনস্কতার কথা কহিও না। সেদিন রাত্রিতে একটি লাঠি লইয়া বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ঘরে ফিরিয়া আহারাদি না করিয়া একেবারে শয়নগৃহে উপস্থিত হইলাম। তখন আমি এমন অন্যমনস্ক যে লাঠিগাছটি ঘরের কোনে না রাখিয়া নিজে শয়ন না করিয়া লাঠিটি শয্যায় শোওয়াইয়া আমি নিজে ঘরের কোনে সমস্ত রাত্রি দণ্ডায়মান রহিলাম।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই গল্পে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

One day, a person said to his friend, "Brother, I have suffered great losses due to absentmindedness. The other day I was about to burn a thousand-rupee note, taking it to be a useless piece of paper. Fortunately, my wife noticed this ; otherwise, I would have suffered a loss of one thousand rupees." His friend replied, "Don't speak about absentmindedness. The other night I went out for a walk with a stick in hand. On returning home, I went straight to the bed-room without having my dinner. At that time I was so absentminded that, instead of keeping the stick at a corner of the room and I myself lying on the bed, I put the stick on the bed and I myself remained standing the whole night at a corner of the room." All the invited guests burst into laughter at this story of Vidyasagar.

● **3.** যখন নবকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন রজনী গভীর। এখনও যে তাহাকে ব্যাঘ্রে হত্যা করে নাই ইহা তাহার আশ্চর্য বোধ হইল। তিনি ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন ব্যাঘ্র আসিতেছে কিনা। অকস্মাৎ বহুদূরে একটি আলোক দেখিতে পাইলেন। পাছেভ্রম জন্মিয়া থাকে এজন্য নবকুমার মনোনিবেশপূর্বক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আলোক পরিধি ক্রমে বর্ধিতায়তন ও উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল — আগ্নেয় আলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মিল। প্রতীতিমাত্র নবকুমারের জীবনাশা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। মনুষ্য সমাগম ব্যতীত এ আলোকের উৎপত্তি সম্ভবে না। কেননা, এ দাবানলের সময় নহে। নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন এবং যথায় আলোক সেই দিকে ধাবিত হইলেন।

When Nabakumar woke up, it was dead at night. He was surprised that he was not killed by a tiger till then. He looked around to see if a tiger was coming. Suddenly he noticed a speck of light at a long distance. Lest it should be an illusion, Nabakumar began to watch the light with great attention. Gradually the light became bigger and brighter and it seemed to him to be an igneous light. As soon as this belief grew in him, Nabakumar's hope of life was revived. Such a

banglaguiz.in

light could not originate without the presence of human beings because it was not the time of forest-fire. Nabakumar stood up and began to proceed towards that light.

● **4.** এমনি বিপদের সময় হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ী ঢুকিয়াছে। নিমিষে শতকণ্ঠ চিৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয়রে ছোড়া, পালিয়ে আয়।"

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল। দোতালার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা তো ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভীড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং এক একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

Suddenly Indra appeared from somewhere at this juncture. Probably he was passing along the road in front and entered the house on hearing the hue and cry. Instantly hundreds of voices shouted, "Tiger ! tiger ! Run inside, run, you impudent chap".

At first he was puzzled and rushed inside. But, after a while, he understood what had happened, came down alone to the courtyard fearlessly, lifted up the lantern and began to look for the tiger. The womenfolk watched this daring boy with bated breath through the first-floor window and began to repeat the name of Goddess Durga. The paternal aunt simply burst into tears. Downstairs, the up-country sepoys, huddled together in the crowd, began to encourage him and even hinted that they were ready to come down if they could get weapons.

● **5.** স্টেশনে পদার্পণমাত্র ট্রেন ছাড়িয়া গেল ; পরেরটা আসিতে ঘন্টা দুই দেরী। সময় কাটাইবার পন্থা খুঁজিতেছিলাম, বন্ধু জুটিয়া গেল। একটি মুসলমান যুবক আমার প্রতি কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া জিজ্ঞাসা করলি, "শ্রীকান্ত না? — "হাঁ" "আমায় চিনতে পারলে না? আমি গহর"। এই বলিয়া সে সবেগে আমার হাত মুলিয়া, সশব্দে পিঠে চাপড় মারিল এবং সজোরে গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "চল আমাদের বাড়ী। কোথায় যাওয়া হচ্ছিল, কলিকাতায়? আর যেতে হবে না,— চল"।

সে আমার পাঠশালার বন্ধু। বয়সে বছর চারেকের বড়, চিরকাল আধ-পাগলা গোছের ছেলে— মনে হইল বয়সের সঙ্গে সেটা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তাহার জবরদস্তি পূর্বেও এড়াইবার জো ছিল না। সুতরাং আজ রাত্রেও সে যে আমাকে কিছুতেই ছাড়িবে না, এই কথা মনে করিয়া আমার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না।

The train had steamed off just as I stepped on the platform. The next train was to arrive after two hours. I was trying to find out a way to pass the time when a friend happened to come. A Muslim youth stared at me for some moments and then asked, "You are Srikanta, aren't you?"— "Yes" "Couldn't you recognise me? I am Gahar". Saying this, he pressed my hand firmly, slapped me on the back, embraced me by the neck tightly and said, "Let us go to our house. Where are you going, to Calcutta? You need not go there any more. Let us go".

He had been my classmate at the pathsala. He was about four years senior to me in age but had been always a bit eccentric. It seemed to me that his eccentricity had increased, not decreased, with the increase in age. There was no way to escape from his high-handedness even previously. So I was greatly perturbed at the thought that he would not let me go that night under any cricumstances.

● **6.** একদিন মহারানী ভিক্টোরিয়া প্রাসাদে বসিয়া রাজকার্য করিতেছেন এমন সময়ে এক কর্মচারী তাহার স্বাক্ষরের জন্য কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া আসিলেন। এইগুলির মধ্যে একখানিতে দেখা গেল যে একটি সৈনিকের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। মহারানী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকটির বিরুদ্ধে অভিযোগ কি?" কর্মচারী উত্তর করিলেন—"সে বিনা অনুমতিতে তিনবার তাহার দল ছাড়িয়া পলাইয়াছে।" মহারানী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই লোকটির মধ্যে কোন ভাল গুণ নাই কি?" কর্মচারী বলিলেন—"হ্যাঁ, মহারানী, সে পূর্বে অনেকবার সাহসের পরিচয় দিয়াছে। এমন কি আহত হইয়াও সে যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করে নাই"। মহারানী এই কথায় প্রফুল্ল হইলেন এবং লিখিয়া দিলেন— "ক্ষমা করা গেল"।

One day when Queen Victoria was conducting the affairs of the state from the palace, an officer brought some papers for her signature. One of

banglaguiz.in

these papers carried an order for the death sentence of a soldier. The Queen kept silent for a while and then asked, "What is the charge against this man?" The official replied, "He has deserted his regiment thrice without permission". The Queen again asked, "Does not this man possess any good quality?" The official replied, "Yes, Your Majesty. He had shown exemplary courage several times previously. He did not run away from the battle field even though he was wounded." The Queen was pleased at hearing this and wrote down, "Pardoned".

● **7.** অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিসকে বড়ো করিয়া দেখায়। বড়ো জিনিসকে ছোট করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড়ো জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা খুব বড়ো বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাহারা সহসা অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন। এই চতুস্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে ; কাহারো সাধ্য নাই যে সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম বা স্পর্শ করে।

The microscope is an instrument to magnify small objects. Though there may be a technique in physics to show big objects as small, any instrument built for that purpose is not generally used by us. But the life-story of Vidyasagar is like an instrument to show big objects as small. The moment a copy of that book is held up before those who are known to us as the great men of our country, they become suddenly very diminutive figures. The image of Vidyasagar stands like a snow-white peak in the midst of all-round narrowness ; nobody can cross or touch that high peak.

● **8.** শিবাজী—গুরুদেব, আপনি ভিক্ষা করছেন?

রামদাস—হ্যাঁ বৎস, আমি রোজ ভিক্ষা করি।

শিবাজী—কিন্তু কেন—কেন তিনি ভিক্ষা করবেন—রাজা যার পদানত? আপনার এমনকি অভাব থাকতে পারে, যা আমি পূরণ করতে পারি না?

রামদাস—অভাব আমার কিছুই নাই, বৎস। দিনে আমার একমুষ্টি তণ্ডুল মাত্র প্রয়োজন।

শিবাজী—কিন্তু সেই এক মুষ্টিই কেন আমার কাছ থেকে নেন না?

রামদাস—না রাজা, তা আমি পারি না। তাহলে হয়ত তুমি ভাববে তোমার গুরু লোভী। আমি কেন তোমাকে তা ভাববার সুযোগ দিব?

শিবাজী—ক্ষমা করবেন, গুরুদেব। কিন্তু আপনার কথা শুনে আমি মর্মাহত হ'লাম। আমি কেমন করে ভুলব—আমি কি ছিলাম, আর আজ কি হয়েছি এবং কে আমাকে তা করেছে। দোহাই আপনার, আপনার যাহা ইচ্ছা চেয়ে নিন ; কিন্তু এই লজ্জার ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করুন।

Shivaji—Gurudev, you are begging!

Ramdas—Yes, my son, I beg for alms everyday.

Shivaji—But why? Why should he who has the king himself at his beck and call beg for alms? What are your wants that I cannot satisfy?

Ramdas—My son, I have no wants. I need only a handful of rice a day.

Shivaji—But why don't you accept that handful from me?

Ramdas—No, King, I can't do that. Then you might think that your spiritual guide is greedy. Why should I give you the scope to think so?

Shivaji—Excuse me, Gurudev. I am cut up by your remark. How can I forget what I had been and what I have become and who has made me so? For God's sake! Please take from me whatever you want, but give up this disgraceful begging.

● **9.** গফুর কহিল, "দেরী করিসনে মা, চল। অনেকপথ হাঁটতে হবে।" আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার থালাটি সঙ্গে লইতেছিল। গফুর নিষেধ করিল, "ওসব থাক মা। ওতে মহেশের প্রাচিত্তির হবে।"

অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলা তলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, "আল্লা আমাকে যত খুশি সাজা দিও, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি, যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনও মাপ করোনা।

banglaquiz.in

Gofur said, "Don't delay, my daughter; let us proceed. We shall have to walk a long distance". Amina was about to take a drinking-water pot and her father's rice plate with her; Gofur stopped her and said, "Leave these things here, my daughter. These would be used to expiate the death of Mahesh".

Holding the hand of his daughter, he stepped out of his hut in the darkness of midnight. He had no relatives in the village and three was none to be informed. After crossing the courtyard, he abruptly halted under the familiar accacia tree by the side of the road and suddenly burst into tears. Lifting up his face towards the dark, starry sky, he said, "Oh God, punish me as much as you wish; but my Mahesh has died from unquenched thirst. Nobody has left even a small plot of land for him to graze. Please never forgive the crime of him who has deprived Mahesh of eating the grass and drinking the water gifted by you."

● **10.** স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাম সর্বাগ্রে তাহার গাছটি দেখিতে গিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বই খাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—"বৌদি, আমার গাছ? নারায়ণী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"বলছি এদিকে আয়।"

"না, যাব না, কই আমার গাছ?"

"এদিকে আয় না, বলছি"

রাম কাছে আসিতেই তিনি হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া কোলের উপর বসাইয়া মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—"মদ্দ লবারে কি অশ্বত্থগাছ পুততে আছেরে?"

রাম শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বেশ, কি হয়?"

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন—"তাহলে বাড়ীর বড়বৌ মরে যায় যে"। রাম এক মুহূর্তে ম্লান হইয়া গিয়া বলিল—যা! মিছে কথা।"

নারায়ণী হাসিমুখে বলিলেন—"নারে, মিছেকথা নয়, পাঁজিতে লেখা আছে।"

"কই পাঁজি দেখি।"

On returning from school, Ram at first went to inspect his sapling and at once jumped up. He threw away his books and note-books and shouted, "Sister-in-law, where is my sapling ?" Narayani came out of the kitchen and said, "Come to me, I shall tell you".

"No, I shall not. Where is my sapling ?"

"I am telling you to come to me".

As soon as Ram came to her, she grasped his hand, took him inside the house, made him sit on her lap, patted his head and said, "A peepul sapling should not be planted on a Tuesday".

Ram calmed down and asked, "Why not ? What's the harm ?"

Narayani simled and said, "Then the seniormost daughter-in-law in the family dies".

Instantly Ram became pale and said, "Rubbish ! you are telling a lie".

Narayani smilingly said, "No, it is not a lie; it is written in the almanac"

"Let me have a look at the almanac".

● **11.** পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—"ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবো, অপু। বসে বসে লেখো, গুরুমহাশয়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি কোরো না যেন।" খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অ-কূল সমুদ্র। সে অনেকক্ষণ মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সস্তার লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাইএ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেস দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে।

After escorting him to the pathsala, Harihar said, "Apu, when the school breaks up, I shall come again to take you back home. Be attentive to your studies; listen to your teacher; don't be naughty". After a while Apu looked back and saw his father gradually disappearing at the bend of the road. He found himself at sea and remained sitting for a long time with his head hung down. After sometime, he lifted up his head nervously and saw that the teacher, sitting on the shop-platform, was weighing rock-salt on the scale to sell it to a customer. Some senior boys, sitting on their respective palm-leaf mats, were reading something in a harsh voice and swinging violently. A younger boy, leaning against a pole, was unmindfully chewing a palm-leaf from the bundle

banglaquiz.in

of palm-leaves used for writing on. Another senior boy, with a mole on his cheek, was watching something under the shop-platform.

● **12.** দীর্ঘদিন ধরিয়া আমি গলা ভাঙ্গিয়া চীৎকার করিয়া আসিতেছি যে অন্ন-সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে বাঙ্গালী জাতি বাঁচিবে না। বাঙ্গালী যুবকের শোচনীয় শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা দেখিয়া আমার কান্না পায়। বাঙ্গালার যুবকেরা উচ্চশিক্ষার খাতিরে নিজেদের স্বাস্থ্য ও যৌবন বলি দিয়া অকালে বৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। তাহারা সামান্য কোন চাকুরীর খোঁজে জীবনের অর্ধেক সময়ের অপব্যয় করিতেছেন। যাহা কিছু একটা জুটাইয়া স্থিতিলাভ করিতে পারিলে তাহারা সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা খুব কম বাঙ্গালীই চিন্তা করেন। পরের দাসত্ব করার এই যে মনোবৃত্তি ইহাই বাঙ্গালীর অবনতির মূল কারণ।

I have been crying myself hoarse for a long time to emphasise that the Bengalis would not survive if they cannot solve their food problem. I feel like crying at the pathetic sight of the physical and mental weakness of the Bengali youth. The youth of Bengal are prematurely ageing by sacrificing their health and youth in the pursuit of higher education. They have been wasting half of their life in search of ill-paid jobs. They feel greatly relieved if they can somehow manage a job and settle down in life. Very few Bengalis think of engaging themselves in trade and commerce. This servile mentality is the root cause of backwardness of the Bengalis.

● **13.** বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল ; ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল। ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, "আবার তুই মাখনকে মেরেছিস?"

ফটিক কহিল, "না, মারিনি।"

"ফের মিথ্যে কথা বলছিস?"

"কখখনো না ; মাখনকে জিজ্ঞাসা কর।"

প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, "হাঁ, মেরেছে।"

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে সশব্দে চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, "ফের মিথ্যে কথা?"

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চিৎকার করিয়া কহিলেন, "কি, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!"

Bagha lifted him up by force and carried him in his arms to his mother. Fatik kept on kicking and struggling in impotent rage. As soon as his mother saw Fatik, she flared up and shouted, "So you have again hit Makhan ?

Fatik replied, "No, I haven't".

His mother shouted, "Again you are telling lies".

"No, never. You better ask Makhan".

On being questioned, Makhan repeated his previous complaint and said, "Yes, he has hit me".

Fatik could no longer check himself. He rushed at Makhan, slapped him and shouted, "What ! you are telling lies again?"

His mother took the side of Makhan, shook Fatik violently, and gave him several hard blows. Fatik pushed his mother aside. At this his mother shouted, "How dare you hit your own mother !"

● **14.** মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "প্রমীলা, তোমার মাষ্টারমশাইয়ের চশমা কেমন হয়েছে ?"

প্রমীলা বলিল, "বেশ।"

"কেমন করে জানলে?"

"মাষ্টারমশায় সেই চশমা চোখে দিয়ে বেশ বই পড়েন তাই জানলুম।"

মাধবী কহিল, "তিনি নিজে কিছু বলেন নি?"

"কিছু না।"

"একটি কথাও না? ভাল হয়েছে, কি মন্দ হয়েছে—কিছু না?"

"না, কিছু না।"

মাধবী হাসিয়া কহিল, "তোমার মাষ্টারকে বলে দিয়ো তিনি যেন আর হারিয়ে না ফেলেন।"

"আচ্ছা বলে দেব।"

দূর পাগলী, তাকি বলতে আছে। তিনি হয়ত কিছু মনে করবেন।"

Madhabi asked, "Pramila, how have your teacher's spectacles fitted him?"

Pramila replied, "They have fitted him quite well."

banglaquiz.in

"How do you know ?"

"With the spectacles on, the teacher reads books quite comfortably— so I know it."

Madhabi said, "Has not he himself told you anything?"

"Nothing."

"Not a single word about whether he has liked it or not?"

"No, nothing."

Madhabi smiled and said, "Tell your teacher to be careful not to lose them again."

"All right, I shall tell him."

"What a child ! he might be offended if you tell him this."

● **15.** রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্বে ভাল ছিল— বড়মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই। তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়, মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র জ্ঞাতি ডিক্রি জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। রাধারাণীর মাতা প্রিভি কাউন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা কুটিরে আশ্রয় লইয়া কোনপ্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

A girl named Radharani, who had not yet reached the age of eleven, went to Mahesh to see the car festival. Previously their economic condition was good —she was the daughter of a rich man. But she had lost her father and her mother was involved in a law-suit with a kinsman. The widow lost the suit in the High Court. As soon as she had lost the case, the kinsman got a decree executed against her and evicted them from the homestead. Radharani's mother filed an appeal to the Privy Council. But she was without any means to support herself and her daughter. The widow took shelter in a thatched cottage and somehow made both ends meet by manual labour. She could not marry off Radharani.

● **16.** মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করা বড়ই দুঃসাধ্য। কাজেই বাল্যকালে যাহাতে এই অভ্যাস গঠন করিয়া না ফেলি সে বিষয়ে আমাদের খুবই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, আলস্য হইল এইরূপ একটি মন্দ অভ্যাস। প্রতিটি বালক-বালিকারই পরিশ্রমী হওয়া উচিত। তাহাদের উচিত আলস্যকে বিষবৎ পরিত্যাগ করা। ভোর হইবার অনেক পরেও তাহাদের কেহ কেহ শুইয়া থাকিতে ভালবাসে এবং খুবই অনিচ্ছা সহকারে শয্যাত্যাগ করে। ইহার পরেও তাহারা অতি তুচ্ছ বিষয়ে সময় নষ্ট করে এবং পঠন-পাঠনে অতি সামান্য সময় ব্যয় করে। ফলে তাহাদের যতখানি শেখা উচিত ততখানি তাহারা শিখিয়া উঠিতে পারে না। অধিকন্তু তাহারা এমন একটি কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়া উঠে যে শত চেষ্টা করিয়াও তাহারা উহা ত্যাগ করিতে পারে না। ঐ কু-অভ্যাস বড় সাপের ন্যায় তাহাদিগকে ইহার কুণ্ডলীর মধ্যে শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া রাখে।

It is extremely difficult to get rid of bad habits. So, we should be very careful not to develop bad habits in our childhood. Idleness is one such bad habit. Every boy and girl should be diligent and they should shun idleness like poison. Some among them like to remain in bed long after daybreak and get out of bed most reluctantly. Even after that, they waste their time on trifles and spend very little time on their studies. As a result, they cannot learn as much as they should. Moreover, they get accustomed to such a bad habit that they cannot shake off inspite of their best efforts. That bad habit holds them firmly in its coils like a large snake.

● **17.** লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে লাগিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয় ? উপবাস করিতে লাগিল, তারপর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল-জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল, জোত-জমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল ; তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল ; তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী— কে কিনে ? খরিদ্দার নাই, সকলে বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর খাইতে লাগিল।

At first people began to beg ; but who would give them alms ? So they began to starve and then began to fall victims to diseases. They sold their cattle, ploughs and yokes, ate up the seed-paddy, sold their hearths and homes and their landed property. Then they began to sell their sons, daughters and wives ; but who would buy their sons, daughters and wives ? There was no buyer, everybody wanted to sell. They began to eat leaves, grass and weed for want of food. The

banglaquiz.in

low-caste people and forest-dwellers began to eat dogs, cats and rats.

● **18.** ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতার এক ধনী জমিদার বংশে কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ বৎসরের স্বল্পস্থায়ী জীবন যাপন করিয়া তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু উচ্চ সাহিত্য প্রতিভা এবং অসাধারণ বদান্যতাগুণে কালীপ্রসন্ন তাহার স্বল্পপরিসর জীবনকে এমন মহিমামণ্ডিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে তাহাকে আজ গণ্য না করিয়া উপায় নাই। তিনি নিতান্ত কিশোর বয়সে দশের ও দেশের হিতকারী অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া এমন কতকগুলি কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন যে, অকালমৃত্যু এবং ভবিষ্যৎকাল তাহা বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। তাহার চরিত্রের ঔদার্য ও সাহিত্যিক প্রতিভা আমাদের নিকট উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে।

Kaliprasanna Singha was born in a rich Zamindar family of Calcutta at the beginning of 1840. After a short span of life of about 30 years, he passed away in 1870. But Kaliprasanna was able to make his short life so glorious by dint of his uncommon literary genius and extraordinary munificence that he could not but be regarded among the greatest men of 19th century Bengal. By devoting himself to various welfare activities for the good of the country and the people at a very young age, he had left behind many glorious achievements which his premature death and the future age could not erase. The generosity of his character and his literary genius are gradually becoming more and more vivid to us.

● **19.** মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৫০ সালে মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা পুলিশ কোর্টে কাজ করিতেছিলেন। কলিকাতার লোক তাঁহাকে চিনিত না। কেবল হিন্দুকলেজের কতিপয় সহধ্যায়ীমাত্র তাঁহাকে চিনিতেন। বাবু গৌরদাস বসাক তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বাবু গৌরদাস বসাক তাঁহাকে নূতন বেলগাছিয়া নাট্যালয়ের উদ্যোগী ধনীদের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহারা ঐ নাট্যালয়ে১৮৫৬ সালে সংস্কৃত "স্বপ্নাবলী" নাটকের অনুবাদ করিয়া অভিনয় করিলেন। মধুসূদন তাঁহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া দিলেন। সেই ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়াই মধুসূদনের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি সকলের নিরতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিল। মধুসূদন নূতন প্রণালীতে "শমিষ্ঠা" নাটক রচনা করিলে তাহা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইল। ১৮৮০ সালে "তিলোত্তমা সম্ভব" কাব্যের কিয়দংশ একটি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইলে মধুসূদনের অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভা দেখিতে দেখিতে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

Michael Madhusudan Dutta returned from Madras in 1850 and had been working at the Calcutta Police Court. At that time the people of Calcutta did not know him. Only a handful of his classmates at Hindu College knew him, Babu Gourdas Basak being one of them. Gourdasbabu introduced him to the rich organisers of the New Belgachia Theatre. They translated the Sanskrit drama "Swapnabali" into Bengali and staged it in that theatre in 1856. Madhusudan translated that drama into English. This English translation stimulated high regard for Madhusudan's erudition. When Madhusudan composed the play "Sharmistha" in a new style, it was highly appreciated by all. After some portion of his epic poem "Tilottama Sambhav" was published in a monthly magazine in 1880, Madhusudan's extraordinary literary fame gradually spread everywhere.

● **20.** কোন এক সময়ে একজন ভারতবাসী ইংল্যান্ডে যাইয়া ডোভার স্টেশনে নামিয়াই সামান্য একটি ব্যাগ বহন করিবার নিমিত্ত "কুলি চাই" বলিয়া হাঁকিতে লাগিলেন। তখন একজন বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ তাহার নিকট আসিয়া এবং মূল্য নির্ধারণ করতঃ ব্যাগটি হস্তে লইয়া ভারতবাসীর পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গমনের পর কুলি জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, বলিতে পারেন, পার্লিয়ামেন্টে অমুক বিলের কি হইয়াছে ?" কুলির বাক্য শ্রবণ করিয়া ভারতবাসী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার তাহাতে কি প্রয়োজন ? তুমি কি পর্যন্ত লেখাপড়া করিয়াছ ? তদুত্তরে কুলি বলিল, "আমি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পাশ করিয়াছি"। এইকথা শুনিবামাত্রই ভারতবাসী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া তন্নিয়োজিত কুলির হস্ত হইতে ব্যাগটা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন কুলি বলিল, "সেকি ? আমি কি ইহা বহন করিতে অসমর্থ ?" ভারতবাসী তদুত্তরে বলিলেন, "আপনি এম.এ. পাশ করিয়া এই নীচকাজ করিবেন কেন ?" তখন কুলি বলিল, "আমাদের নিকট ইহা নীচ কাজ নহে। স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ সদনুষ্ঠিত অর্থ আমাদের নিকট শ্লাঘার সামগ্রী"।

Once upon a time, an Indian got down at Dover station in England and began to shout for a porter to carry a light bag. Then a stout and

banglaquiz.in

strong youngman came to him and, after fixing the carrying charge, began to follow the Indian, with the bag in his hand. After walking some distance, the porter asked, " Sir, can you please tell me about the fate of that particular bill in Parliament ?" Being surprised at this query of the porter, the Indian asked, "What is that to you ? How far have you studied ?" The porter replied, "I have passed the M.A. Examination from London University". As soon as the Indian heard this, he became a bit embarrassed and was about to take the bag away from the hand of the porter engaged by him. Then the porter said, "How strange ! Am I unable to carry it ?" The Indian replied, "Why will you do such a menial work after passing the M.A. Examination ?" The porter replied, "It's not a menial job to us. To earn money by one's own honest labour is a matter of pride for us."

● **21.** কিছুকাল পরে জুপিটার প্যান্ডোরার স্বামীকে আরেকটি উপহার পাঠাইয়া দিলেন—সুন্দর কাজ করা কাষ্ঠের ক্ষুদ্র একটি বাক্স। তাহার উপরে লেখা ছিল—'দেবতার আদেশ না হওয়া পর্যন্ত খুলিও না, অমঙ্গল হইবে'। প্যান্ডোরার অনেক সময় বড় ইচ্ছা হইত যে খুলিয়া দেখেন উহার ভিতরে কি আছে। কিন্তু স্বামীর অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া আর খুলিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু দেবতার উদ্দেশ্য মিথ্যা হইবার নয়। একদিন উহা খুলিবার জন্য তাহার উৎসুক্য এত প্রবল হইল যে, উহা আর না খুলিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু হায়, হায়! যেই তিনি বাক্সের ডালা তুলিয়াছেন আর অমনি অদৃশ্য কিসব বাক্সের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সারা ঘর জুড়িয়া পাখি উড়ার মত পতপত শব্দ করিতে লাগিল। ইহারাই রোগ, শোক প্রভৃতি নানাপ্রকার যন্ত্রণা। সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত ইহারা মানুষকে কষ্ট দিতেছে।

After some time Jupiter sent another gift to Pandora's husband. It was a small, beautiful and ornamental wooden box with these words inscribed on it — " Don't open until ordained by the god ; misfortune will befall". Pandora often felt a strong urge to open the box to see what was inside it. But she dared not open it lest misfortune should befall her husband. But what the god proposed was bound to happen. One day her curiosity to open the box became so strong that she could not but open it. But alas ! as soon as she had opened the lid of the box, many invisible things came out of the box and began to flutter like birds throughout the room. These were diseases, sorrows and sufferings. These have been affliciting man since then.

● **22.** ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি লোকোক্তি সুপ্রচলিত ছিল যে এক কপর্দক হাতে না করিয়া এদেশের সমস্ত গ্রামে ভ্রমণ করিয়া আসা যায়। পূর্বে এদেশে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে অপরিচিত অতিথি আসিলে প্রত্যাখ্যান করা তো হইতই না—আতিথ্যের আয়োজনের ত্রুটি হইত না। তখন হোটেল, রেলস্টীমার ছিল না, পদপরিব্রাজক পথচারী ক্লান্ত হইলে, তাহাকে গৃহীর আশ্রয় লইতে হইত। অতিথিকে গৃহী পরম পূজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিত। উচ্চজাতির গৃহস্থের আলয়ে নীচজাতির অতিথির আগমন হইলে, সেও পূজার যোগ্য ছিল। অতিথির নাম, গোত্র ও বাসস্থান বিবেচনা করিয়া গৃহস্থ তাহাকে আশ্রয় দিতেন না। অকস্মাৎ আশ্রয়প্রার্থীরূপে যে আসিত, তাহাকেই আশ্রয় দেওয়া এবং সেবা করা গৃহীর কর্তব্য ছিল। এই জন্যই ঐ জন-প্রবাদটির সত্যতায় সংশয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু হায়! সেদিন আর নাই।

There was a popular saying about India that one could travel through all the villages of this country without a farthing in one's pocket. Previously in this country when a stranger sought shelter at a house, he was not only given shelter but there was also no dearth of hospitality. In those days there was no hotel, train or steamer. So when the traveller on foot got tired, he had to take shelter in a house. The householder treated the unknown guest with utmost respect. Even a low-caste guest was treated with proper respect in the house of a high-caste householder. The guest was not given shelter on the basis of his name, caste or residence. It was the duty of the householder to give shelter and provide hospitality to anyone who came to his house to seek shelter. This is why there is no reason to doubt the veracity of that popular saying. But alas ! those days are gone.

● **23.** সুরেশের একদিকে গায়ে জোর ছিল অসাধারণ, অন্যদিকে অন্তরটাও ছিল তেমনি কোমল, তেমনি স্নেহশীল। পরিচিত-অপরিচিত কাহারও কোন দুঃখকষ্টের কথা শুনিলে তাহার কান্না আসিত। সে ছোটবেলায় একটা মশামাছি পর্যন্ত মারিতে পারিত না। জৈন মারোয়াড়ীদের দেখাদেখি কতদিন সে পকেট ভরিয়া চিনি লইয়া স্কুল কামাই করিয়া গাছতলায় ঘুরিয়া পিপীলিকা ভোজন করাইয়াছে। জীবনে কতবার মাছ-মাংস ছাড়িয়াছে ও

banglaquiz.in

ধরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। যাহাকে ভালবাসিত তাহার জন্য সে কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইত না। স্কুলে মহিম ছিল ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছেলে। অথচ তাহার গায়ের জামাকাপড় ছেড়াখোঁড়া, পায়ের জুতা জীর্ণ-পুরাতন, দেহটি শীর্ণ, মুখখানি ম্লান। এইসব দেখিয়াই সে প্রথমে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই উভয়ের এই আকর্ষণ বন্যার জলের মত এমনি বাড়িয়া উঠে যে সমস্ত বিদ্যালয়ের ছেলেদের তাহা একটা আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে।

On the one hand, Suresh had extraordinary physical strength, but on the other hand, he had a very kind and affectionate heart. He felt like weeping when he heard about the distress of anybody, known or unknown. In his childhood, he could not kill even an insect. On many occasions, taking a pocketful of sugar, he had played truant from school and fed ants under trees, following the example of the Jain Marwaris. On innumerable occasions, he had turned a vegetarian and then again became a non-vegetarian. He could do everything for the person he loved. Mahim was the best boy of his class at school. But his clothes were shabby, shoes old and worn-out, his body was emaciated and his face was pale. All these drew Suresh towards him at first. But within a very short time, their mutual attraction increased so rapidly like floodwater that it became a topic of discussion among the students of the school.

● **24.** শিবাজী বুঝিলেন, ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। ব্যাধে যেরূপ সিংহকে ধরিবার জন্য জাল পাতে, সেইরূপে আওরংগজীব ধীরে ধীরে শিবাজীকে বন্দী করিবার জন্য মন্ত্রণাজাল পাতিতেছেন। শিবাজী মনে মনে ভাবিলেন এ জাল বিদীর্ণ করিয়া কি পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব? হা সীতাপতি গোস্বামীন! চিরযুদ্ধের পরামর্শ তুমিই দিয়াছিলে। তোমার গরীয়সী কথা এখনও আমার কর্ণে শব্দিত হইতেছে। আওরংগজীব সাবধান! শিবাজী এ পর্যন্ত তোমার নিকট সত্য পালন করিয়াছে। তাহার সহিত চতুরতা করিও না, কেননা শিবাজীও সে বিদ্যায় শিশু নহে। যদি কর, ভবানী সাক্ষ্য থাকুন, মহারাষ্ট্রদেশে যে সমরানল প্রজ্বলিত করিব, তাহাতে এই সুন্দর দিল্লী নগরী, এই বিপুল মুসলমান সাম্রাজ্য একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে।

Shivaji realised that his future had become clouded. As a hunter sets a trap to catch a lion, Aurangjib too was slowly hatching a conspiracy to capture him. Shivaji wondered if he could regain his freedom by smashing this conspiracy. "Oh, Sitapati Goswami ! It is you who advised me to wage a ceaseless battle. Your inspiring words are still sounding in my ears. Beware Aurangijib ! Shivaji has kept his words with you till now. Don't play tricks with him, because Shivaji too is not a novice in that game. If you do that, I swear in the name of Goddess Bhabani that I will wage such a fierce battle in Maharasthra that this beautiful city of Delhi and the large Muslim empire would be annihilated".

● **25.** অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি যাব"। আমি জোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম, "পাগল হয়েছো, ভাই?" ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না। একটা বড় ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ-হাতে লইয়া কহিল, "তুই থাক শ্রীকান্ত, আমি ফিরে না এলে বাড়ীতে গিয়ে খবর দিস—আমি চল্লুম। তাহার মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, কিন্তু চোখ দুইটি জ্বলিতে লাগিল। তাহাকে আমি চিনিয়াছিলাম। আমি নিশ্চয় জানিতাম কোনমতেই তাকে নিরস্ত করা যাইবে না, সে যাইবেই। ভয়ের সহিত চির অপরিচিত তাহাকে আমিই বা কেমন করিয়া বাধা দিব?

Suddenly Indra stood erect and said, "I must go". I caught hold of his hand firmly and said, " Are you crazy, brother ?" Indra did not reply. He brought out a big knife from his pocket, held it in his left hand and said, "You stay here, Srikanta. If I don't come back, you will go back and inform the members of my family. I am off." His face was very pale but his eyes were burning. I knew him very well. I knew it for certain that he could not be restrained in any way ; he was bent on going. And how could I stop him who was ever a stranger to fear ?

● **26.** ছিনাথের বাড়ী বারাসতে। সে প্রতি বৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়ীতে সে নারদ সাজিয়া গান করিয়া গিয়াছিল। সে একবার ভট্টাচার্য মহাশয়ের একবার পিসে মহাশয়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল—ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয়ে লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে তাহার আর সাহসে কুলাইল না। ছিনাথ

banglaquiz.in

কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল, কিন্তু পিসেমশায়ের রাগ আর পড়ে না। পিসিমা উপর হইতে বলিলেন—তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা আর তোমার দারোয়ানেরা। ছেড়ে দাও বেচারাকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টাগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ী লোকের তা নেই।

Srinath lived at Barasat. At this time every year, he would come once to earn something. Even yesterday he sang at this house in the guise of Narode. He began to prostrate himself alternately at the feet of Mr. Bhattacharya and the husband of the paternal aunt. He said that, being frightened, the youngsters had created such an uproar that he too hid himself out of nervousness. He thought that when the uproar would subside a little, he would come out of hiding to show his tricks. But the situation gradually took such a serious turn that he dared not come out. Srinath began to implore them but the husband of the paternal aunt would not cool down. The paternal aunt shouted from upstairs, "You are lucky that a real tiger or bear has not emerged. What brave fellows you and your gatekeepers are ! Let the poor fellow go and drive away those up-country gatekeepers. It is ridiculous that a houseful of people lack the courage shown by a young boy".

● **27.** গ্রামের শেষে মাঠের ধারে গফুর জোলার বাড়ী। একখানা ঘর আর দাওয়া। বাড়ীর মাটির পাঁচিল পড়িয়া গিয়াছে, চালে খড় নাই। সেইখানে কোনমতে গফুর আর তার মেয়ে মাথা গুজিয়া দিন কাটায়। এই ঘরটুকুই গফুরের সম্বল। আর আছে একটা বুড়ো ষাঁড়। গফুর বড় আদরে তার নাম রাখিয়াছিল মহেশ। মহেশ তাহার ছেলের মত। উপরি উপরি দু'সন অজন্মা, মাঠের ধান শুকাইয়া গিয়াছে। দিন-মজুরিও জোটে না। বাপ-বেটীতে দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। মহেশের বড় দুর্দশা। গ্রীষ্মের রৌদ্রে সব ঘাস শুকাইয়া পুড়িয়া গিয়াছে। আর চরিবার জায়গাই বা কই? শ্মশানের ধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল, পয়সার লোভে জমিদার তাহা বিলি করিয়া দিয়াছেন। এত দুঃখেও গফুরের কারও প্রতি রাগ নাই।

Gofur the weaver lived by the side of the field at the outskirt of the village. His hut had just one room and a porch. The mud-wall of the hut had collapsed and the thatched roof was without straw. There Gofur and his daughter somehow laid their heads in. That hut was all that Gofur had. He also possessed an old ox which he very affectionately called Mahesh. Mahesh was like his son. Crops had failed consecutively for two years and paddy plants in the field had withered. Even a day-labourer's work was not available. The father and his daughter could not get two square meals a day. Mahesh was in great distress. The scorching summer heat had dried up the grass in the field. And where was the land to graze ? The small pasture in the village beside the cremation ground had been sold by the greedy Zamindar. Inspite of so much suffering, Gofur had no grudge against anyone.

● **28.** গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াও ষোল বৎসরের বালক রামমোহন ভীত হইলেন না। তিনি পায়ে হাঁটিয়াই ভ্রমণ করিতে করিতে তিব্বতে উপস্থিত হন। সেখানেও তিনি ধর্ম ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার বক্তৃতার ফলে অনেক লোক তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল ; এমন কি তাহাকে হত্যা করিতেও চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কতিপয় দয়ার্দ্র রমণীর চেষ্টায় তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তাহার বিপদের কথা শুনিয়া তাহার পিতামাতা তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন। তখন তাহার বয়স কুড়ি বৎসর। গৃহে ফিরিয়া তিনি ইংরাজী, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী ও উর্দু শিখিতে লাগিলেন।

Rammohan was not scared when he was driven out of home at the age of sixteen. In course of his travel on foot, he reached Tibet. There too he started a movement against religion and superstitions. As a result of his speeches, many people turned into his enemies and they even tried to kill him. But their attempt was frustrated by the efforts of some kind women. When his parents came to know about the threat to his life, they brought him back home. At that time he was twenty years old. On returning home, he began to learn English, Greek, Latin, French and Urdu.

● **29.** প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া পুষ্টি লাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হইবে। যদি এই ধর্ম-মহাসমিতি জগতে কিছু প্রমাণ করিয়া থাকে তো তাহা এই সাধুচরিত্র, পবিত্রতা ও

banglaguiz.in

Jadav is a very good-natured boy. He always does what his parents ask him to do. He eats whatever he gets, and wears whatever dress he is given. He never pesters his parents for good food or good dress. Jadav loves his younger brothers and sisters very much. He never quarrels with them, nor does he ever beat them.

● **38.** ভক্তরামের নৌকা শক্ত কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি। ভক্তরাম সেই নৌকা সস্তা দামে বিক্রি করে। শক্তিনাথবাবু কিনে নেন। শক্তিনাথ ও মুক্তিরাম দুই ভাই। যে পাড়ায় থাকেন তার নাম জেলেবস্তি। তাঁর বাড়ি খুব মস্ত। সামনে নদী, পিছনে বড় রাস্তা। তাঁর দারোয়ান শক্তু সিং আর আক্রম মিশ্র রোজ সকালে কুস্তি করে।

Bhaktaram's boats are made of planks of hard wood. Bhaktaram sells the boats at a cheap price, and Shaktinathbabu purchases them. Shaktinath and Muktiram are two brothers. The place where they live is called Jelebasti. His house is very big. A river flows in front of his house, and a broad road runs behind it. His gate-keepers, Shaktu Singh and Akram Misra, wrestle every morning.

● **39.** লেখাপড়ায় রাখালের বড় অমনোযোগ। সে একদিনও মন দিয়া পড়ে না। একদিনও সে পড়া বলিতে পারে না। গুরুমশায় যখন নূতন পড়া দেন, সে তাহাতে মন দেয় না, কেবল এদিক-ওদিক চাহিয়া থাকে। খেলিবার ছুটি হইলে রাখাল খুব খুশী। খেলিতে পাইলে সে আর কিছুই চায় না। খেলিবার সময় সে সকলের সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে। এ কারণে গুরুমহাশয় তাহাকে সতত গালাগালি দেন।

Rakhal is very inattentive to his studies. He does not read attentively even a single day. So every day he fails to say his lessons. When his teacher gives him a new lesson, he only looks here and there without listening to him. Rakhal becomes very happy when it is time to play. He wants nothing else if he is allowed to play. He quarrels and fights with all at the time of play. For this reason, his teacher always scolds him.

● **40.** একজন পথিক রাস্তা দিয়ে চলেছে। চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে এল। এদিকে অন্ধকারে সে এসে পড়েছে এক বনের মধ্যে। ঘন বন। কিছু দেখা যাচ্ছিল না। লোকটি ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে পথ হারিয়ে ফেলল। তারপর অনেক রাত্রে হঠাৎ দেখল বনের ধারে এক মস্ত বাড়ি। ক্লান্তিতে তার শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে। সেই বাড়ির বন্ধ দরজায় সে কেবল ধাক্কা দিতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল, "কে আছ? আমায় একটু আশ্রয় দাও।"

A traveller was going along a road. Evening set in as he went on walking. By this time he chanced to come into a forest in darkness. It was a dense forest. Nothing could be seen. He wandered about and at last lost his way. Then at the dead of night he suddenly found a big house beside the forest. He felt fatigued. He knocked on the closed door of that house and cried, "Is there anybody in the house? Please give me shelter."

● **41.** মহেন্দ্র চলিয়া গেলেন। কল্যাণী একা কন্যাকে লইয়া সেই অন্ধকারে ঘরে বসিয়া রহিলেন। তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেবল কুকুরের ডাক শোনা যাইতেছিল। কল্যাণী ভাবিলেন কেন তাঁহাকে যাইতে দিলাম। ভাবিলেন দরজাগুলি বন্ধ করিয়া বসিবেন। কিন্তু দরজায় একটা ছায়ার মত দেখিলেন। মানুষের মত দেখা যায়, কিন্তু মানুষ নয় বোধ হয়। ছায়া আসিয়া ঘরের মধ্যে দাঁড়াইল। উলঙ্গ, কুৎসিত মানুষের মত একটা কিছু। আরও অনেক ছায়া ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী ভয় পাইয়া জ্ঞান হারাইলেন।

Mahendra went away. Kalyani remained sitting alone in that dark room with her daughter. She was very much frightened. Only the barking of dogs was heard. Kalyani thought why she had let him go. She thought of sitting there after closing the door. But she noticed something like a shadow at the door. It appeared to be a man, but perhaps it was not so. The Shadow came and stood in the room. It was naked, ugly and something like a man. Many more shadows came into the room. Kalyani fainted in fear.

● **42.** আমাদের গ্রামের নাম সীতানগর। গ্রামটি খুবই ছোট। গ্রামের পাশেই নদী। আমরা সকলেই নদীতে স্নান করি। আমাদের স্কুলটি নদীর দক্ষিণ পাড়ে। এটি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আমাদের গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয় নেই। এই গ্রামে

banglaquiz.in

হাসপাতালও নেই। গ্রামবাসীরা সকলেই দরিদ্র কৃষক। গ্রামে একটি ছোট বাজার আছে। বাজারে একজন ডাক্তার বসেন। অসুস্থ হলে আমরা তাঁর কাছে যাই।

The name of our village is Sitanagar. It is a very small village. There is a river beside the village. We all bathe in the river. Our school is situated on the southern bank of the river. It is a primary school. There is no high school in our village, nor is there a hospital here. All the villagers are poor farmers. There is a small market in the village. A doctor has his chamber there. We go to him when we fall ill.

● **43.** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। চারি বৎসর বয়সে তাঁহার লেখাপড়া আরম্ভ হয়। যখন তাঁহার বয়স দশ তখনই তিনি একটি সুন্দর বাংলা কবিতা রচনা করেন। প্রথমে তিনি কলিকাতার নর্মাল স্কুলে লেখাপড়া করেন। পরে তাঁহাকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল।

Rabindranath Tagore was born in Calcutta in 1861. His father's name was Maharshi Devendranath Tagore. He began his studies when he was four years old. He composed a beautiful poem in Bengali at the age of only ten. He received his first lessons at Normal School in Calcutta. Later on, he was sent to England.

● **44.** গ্রামের নাম কল্যাণপুর। গ্রামে একটি স্কুল আছে। শিক্ষক মশাইরা গ্রামে থাকেন না। প্রত্যেকেই শহর থেকে আসেন। ছাত্ররা সকলেই গরীব। ছাত্রদের জুতো নেই। অনেকের বইও নেই, কিন্তু তারা শিখতে চায়। কয়েকটি খুব ভাল ছাত্র আছে। হরেরাম ভাল ফুটবল খেলে। আবদুল ভাল গান গায়। শিক্ষক মশাইরা ছাত্রদের ভালবাসেন।

The name of the village is Kalyanpur. There is a school in our village. The teachers do not live in the village. They all come from the town. All the students are poor. They do not have shoes. Many of them have no books even. But they want to learn. There are some very good students. Hareram is a good football player. Abdul is a good singer. The teachers love the students.

● **45.** ছেলেটা গাছতলায় বসেছিল। আকাশ মেঘে ঢাকা। জোরে বাতাস বইছে। সঙ্গে ঝিরঝির বৃষ্টি। তার পেছনে দাঁড়ালাম। সে জানতে পারল না। বোধহয় কিছু ভাবছে। তার কাঁধে হাত রাখলাম। তখন আমার দিকে তাকাল। তার চোখে জল। পাশে বসে পড়লাম। সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

The boy was sitting under a tree. The sky was overcast with clouds. The wind was blowing hard, accompanied with a drizzle. I stood behind him. He was not aware of my presence. Perhaps he was thinking of something. I put my hand on his shoulder. Then he looked at me. His eyes were full of tears. I sat beside him. He burst into tears.

● **46.** এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল পাহাড় পর্বত। ছিল ছোট নদী মালিনী। মালিনীর জল আয়নার মত। তাতে আকাশের ছায়া পড়ত। অরণ্যে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত পাখি উড়ে বেড়াত। গাছের কোটরে বাসা বাঁধত। কত হরিণ খেলা করত। বসন্তে গাইত কোকিল। বর্ষায় নাচত ময়ূর। এখানেই ছিল কণ্বদেবের আশ্রম।

There was a dense forest with hills and hillocks. There was a small river named the Malini. The water of the Malini was clear like a mirror, and on it was reflected the shadow of the sky. The forest abounded with beasts. Many birds flew about in the forest. They built their nests in the holes of the trees. Many deer would play there. The cuckoos sang in spring time, and the peacocks danced during the rains. This is the place where Kanwadev lived in his hermitage.

● **47.** ভোরবেলা তার ঘুম ভাঙ্গাল। সে তো একেবারে অবাক! কিভাবে সে এল এখানে? উঠে বসে চোখ রগড়াল। চারিদিকে তাকাল ভাল করে। তখন মনে পড়ল সব। সবেমাত্র ভোর হয়েছে। চারিদিক স্তব্ধ ও শান্ত। ঘাসের মাথায় মাথায় শিশিরবিন্দু। পাখির কলরব শুরু হয়নি। পূব আকাশ লাল হচ্ছে। একটু পরেই সূর্য উঠবে।

He woke up at dawn. He was utterly surprised to think how he could come here. Getting up, he rubbed his eyes, and looked around. Then he could remember everything. It is now

banglaquiz.in

just dawn. It is calm and quiet all around. There are dew-drops on the grass. The chirping of birds has not yet started. The eastern horizon of the sky is getting red. The sun will rise after a short while.

● **48.** নগেন্দ্রনাথ মহা ধনবান ব্যক্তি। তিনি জমিদার। তাঁহার বাসস্থান গোবিন্দপুর। নগেন্দ্রনাথ যুবা পুরুষ। তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিষ বৎসর। নগেন্দ্রনাথ নৌকা করিয়া যাইতেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ দেখিতে দেখিতে গেলেন। নদীর জল ছুটিতেছে। বাতাসে নাচিতেছে। রৌদ্রে হাসিতেছে। নদীতীরে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে। কেহ-বা বৃক্ষতলে বসিয়া গাহিতেছে।

Nagendranath was a very rich man. He was a landlord. He lived at Govindapur. Nagendranath was a young man. He was thirty years old. He was going by boat, seeing the water of the river flowing, dancing in the wind and smiling in sunshine. The cowherds were tending their cows on the bank of the river. Some were singing, sitting under the tree.

● **49.** আমার নাম মতি। আমার আরও তিন ভাই আছে। কাজেই আমরা চার ভাই। আমার বাবার নাম অমল মিত্র। বাবা সরকারি চাকুরি করেন। তাঁহার মাসিক বেতন ৫,০০০ টাকা। আমাদের নিজস্ব বাড়ি আছে। উহা কলিকাতায়। এখানে আমরা ভাড়াবাড়িতে থাকি। আমাদের মা অতিশয় স্নেহময়ী। তিনি কখনও আমাদের মারেন না। এমনকি পারতপক্ষে তিরস্কারও করেন না।

My name is Mati. I have three brothers. so we are four brothers. My father's name is Amal Mitra. My father is a government servant. His monthly salary is Rs. 5,000/-. We have a house of our own in Calcutta. Here we live in a rented house. Out mother is very affectionate. She never beats us. Even she does not normally rebuke us.

Passages for Translation

■ ১। পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়াছিল, মা আসিয়া ডাকিল, 'অপু, ওঠ শিগ্‌গির করে, আজ যে তুমি পাঠশালায় পড়তে যাবে। কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্য, শ্লেট, হ্যাঁ ওঠ, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।' পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্য নিদ্রোত্থিত চোখ দুইটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে, যাহারা দুষ্ট ছেলে, মার কথা শোনে না, ভাই-বোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে, কিন্তু সে তো কখন ওরূপ করে না, তবে কেন সে পাঠশালায় যাইবে? খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল, 'ওঠ অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেব এখন, পাঠশালায় বসে বসে খেও এখন, ও লক্ষ্মী মাণিক।'

■ ২। পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমি একবার কলকাতায় আসিয়াছিলাম। তখন আমার বয়স দশ এগারো বৎসর হবে। আমাদের বাসার নিকটে ছিল একটি মুদীর দোকান। তার পাশ দিয়া আমাদের যাতায়াত করতে হত। সেই মুদীখানায় একটি বৃদ্ধ গদীতে বসে বিপুলকায় একটা বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কি পড়ত। বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্ত এক টাক, চারিদিকে ধপ্‌ধপে সাদা চুল, নাকের ওপর মস্ত এক চাঁদির চশমা, গম্ভীর শ্মশ্রু গুম্ফশূন্য মুখ। বেশ বিজ্ঞ লোকের মত চেহারা। একটি মাঝারি বয়সের লোক এক একবার বৃদ্ধের কাছে এসে পাঠ শুনতো। আবার খদ্দের এলে গিয়ে তাদের দেখাশুনা করত। আমারই বয়সী একটা ছেলে খালি গায়ে বুড়োর কাছে সর্বদা বসে থাকত। আর তার পাশে থাকত দুটি মেয়ে। বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তারা পাঠ শুনত। মুখের ভাব দেখে মনে হত বিষয়টি তারা উপভোগ করছে।

■ ৩। কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশি জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মার প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল ; খাবার রাঁধিয়া দিবার সময় বলিল, 'আমি কখনো আর বাড়ি আসচিনে, দেখো।' ষাট্ ষাট্, বাড়ি আসবিনে কি? ও কথা বলতে নেই, ছিঃ। পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল, 'খুব বিদ্যে হোক, ভালো করে লেখাপড়া শিখো, তখন দেখবে তুমি বড় চাকরি করবে, কত টাকা হবে তোমার, কোনও ভয় নেই। ওগো, তুমি গুরুমশায়কে বলে দিও যেন ওকে কিছু বলে না।'

■ ৪। ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে, কলিকাতার অভ্যাস অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কি কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন রাত্রে নদী হইতে তাঁহার

banglaquiz.in

স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশ প্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, "রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মত যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।" এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীর হৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহ্য করিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, " না না, তোমার কাউকে কিছু বলেত হবে না, আমি থাকতে চাইনে।"

■ ৫। পাঠশালা বসিত বৈকালে। সবসুদ্ধ আট-দশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ি হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে, অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ি হইতে একখানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোনদিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই, চারিধারে খোলা ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালা ঘরের চারিপাশে বন, পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের পৈতৃক আমলের বাগান। অপরাহ্নের তাজা গরম রৌদ্র বাতাবী লেবু, গাব ও পেয়ারীফুলী আমগাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালা ঘরের বাঁশের খুঁটির পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য কোন দিকে কোন বাড়ি নাই, শুধু বন ও বাগান, একধারে একটা যাতায়াতের সরু পথ।

■ ৬। কাছে আসিয়া কহিল, "এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্ বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাকে দেবেন।" আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, " আপনার বহুত দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে-আমাকে পয়সা দিবেন না। বাবু, তোমার যেমন একটি লেড়কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লেড়কী আছে, আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখির জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি ত সওদা করিতে আসি না।" এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক টুকরো ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু যত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল। দেখিলাম কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফটোগ্রাফ্ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুসা মাখাইয়া কাগজের উপর তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণ- চিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমৎ প্রতি বৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে-যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধা সঞ্চার করিয়া রাখে।

■ ৭। তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড় হস্তে কহিলেন, "হজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদা সুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সেই উইলখানি আমি নিজ হস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজ হস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।" এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। চতুর ব্যারিস্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্তী এটর্নীকে বলিলেন, "বাই, জোভ। লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম।" দিদি বলিলেন, "বটে! লোক কে চিনতে পারে! আমি বুড়োকে ভাল বলে জানতুম।"

■ ৮। তখন কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না। তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ওগো আমি মরি নাই গো, মরি নাই, আমি কেমন করিয়া তোমাকে বোঝাইব, আমি মরি নাই। এই দেখো আমি বাঁচিয়া আছি।" বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। তখন বলিল, 'এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি।" সারদাশংকর মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, খোকা ভয়ে বাবাকে ডাকিতে লাগিল, দুই মূর্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল। তখন কাদম্বিনী 'ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই গো, মরি নাই' বলিয়া চিৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া, সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। সারদাশংকর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস করিয়া একটা শব্দ হইল। সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাহার পরিদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে, মধ্যাহ্নে বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।

■ ৯। যেদিন আদালতে হরচন্দ্রের জিত হইল সেদিন বাড়িতে বিশেষতঃ অন্তঃপুরে পরম উল্লাস পড়িয়া গেল। কেবলমাত্র বনমালীর চক্ষে ঘুম রহিল না। তাহার পরদিন অপরাহ্নে এমন ম্লান মুখে সেই বাগানের বেদীতে সে গিয়া বসিল, যেন পৃথিবীতে আর কাহারও কিছু হয় নাই, কেবল তাহারই একটি মস্ত হার হইয়া গিয়াছে। সেদিন সময় উত্তীর্ণ

banglaquiz.in

হইয়া গেল, ছয়টা বাজিয়া গেল, কিন্তু হিমাংশু আসিল না। বনমালী একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশুদের বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল, আলনার উপরে হিমাংশুর স্কুলের ছাড়া কাপড় ঝুলিতেছে, অনেকগুলি চিরপরিচিত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিল- হিমাংশু বাড়িতে আছে। গুড়ুগুড়ির নল ফেলিয়া দিয়া বিষন্ন মুখে বেড়াইতে লাগিল এবং সহস্রবার বাতায়নের দিকে চাহিল, কিন্তু হিমাংশু বাগানে আসিল না।

■ ১০। একবার ঝপ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদমফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্য মুখে গাড়িতে আসিয়া দেখিল কেহ নাই। চারিদিক চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারও কোন চিহ্ন নাই। মুহূর্তে রাইচরণের শরীরে রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎ সংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মত হইয়া আসিল। ভাঙ্গা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চিৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাবু-খোকাবাবু-লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।" কিন্তু "চন্ন" বলিয়া কেহ উত্তর দিল না। দুষ্টামি করিয়া কোন শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না, কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্ ছল্ খল্ খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, এই পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নেই।

■ ১১। আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন পূর্ব হইতে উৎসাহে তাহার রাত্রে ঘুম হওয়া দায় হইয়াছিল। দিন গুনিতে গুনিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল। তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আযাড়ু দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই বাবাকে বলিল, "বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায়, সেই রেলের রাস্তা কোন দিকে?" তাহার বাবা বলিল, "সামনেই পড়বে এখন, চল না। আমরা রেল লাইন পেরিয়া যাব এখন-" সেবার তাদের রাঙা গাই-এর বাছুর হারাইয়া ছিল, নানা জায়গায় খুঁজিয়াও দুইদিন ধরিয়া কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সে তার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজতে আসিয়াছিল। পৌষ মাস, ক্ষেতে ক্ষেতে কলাই গাছের ফলে দানা বাঁধিয়াছে। সে ও তাহার দিদি নিচু হইয়া ক্ষেত হইতে মাঝে মাঝে কলাই ফল তুলিয়া খাইতেছিল।

■ ১২। তোর নাম কিরে?

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, শ্রীকান্ত।

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, আবার শ্রী-কান্ত। শুধু কান্ত। নে, তামাক সাজ। ইন্দ্র, হুঁকো কলকে কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে-তামাক সাজুক। ওরে বাবা! মানুষ চাকরকেও তো এমন বিকট ভঙ্গী করিয়া আদেশ করে না। ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজছি। আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে গেলাম। কারণ, তিনি ইন্দ্রর মাসতুতো ভাই, কলিকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল.এ. পাশ করিয়াছেন। কিন্তু মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হুঁকো হাতে দিতে, তিনি প্রসন্ন মুখে টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিলেন, তুই থাকিস কোথায় রে কান্ত? তোর গায়ে ওটা কালোপানা কিরে? র‍্যাপার? আহা র‍্যাপারের কি শ্রী। তেলের গন্ধে ভূত পালায়। ফুটচে-পেতে দে দেখি, বসি।

■ ১৩। ছিনাথের বাড়ী বারাসতে। সে প্রতি বৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়ীতে সে নারদ সাজিয়া গান করিয়া গিয়াছিল। সে একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের, একবার পিসে মহাশয়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল-ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয়ে লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার কাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে তাহার আর সাহসে কুলাইল না। ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল, কিন্তু পিসে মহাশয়ের রাগ আর পড়ে না। পিসীমা উপর হইতে বলিলেন-তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা আর তোমার দারোয়ানেরা। ছেড়ে দাও বেচারাকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টাগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ী লোকের তা নেই।

■ ১৪। প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিলেন গান্ধীজী-—নাতালের বন্দর ডারবানে যাবেন বলে। ট্রেন এসে দাঁড়ালে গান্ধীজী একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় ঢুকলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হলেন গার্ড সাহেব। রাগে তার দেহের রক্ত ফুটছে-মুখভাব রক্তবর্ণ। একজন 'কালা' ভারতবাসী ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে উঠে বসেছে! কি ধৃষ্টতা! বললেন—"ওহে, নেমে এস ওখান থেকে। প্রথম শ্রেণীর কামরা সাহেবদের জন্য-তোমাদের জন্য নয়। তোমরা ভারতবাসী-তোমাদের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর কামরা-যাও, নেমে যাও।" গান্ধীজী ভদ্র অথচ দৃঢ় স্বরে প্রতিবাদ করে বললেন- "আমি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনেছি। কাজেই প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবার অধিকার আমার আছে।" একজন ভারতীয়ের এই ঔদ্ধত্যে ইংরেজ গার্ড সাহেব অপমানিত বোধ করিলেন। তিনি একজন সিপাহী ডেকে তাকে

banglaquiz.in

হুকুম দিলেন গান্ধীজীকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিতে। সিপাহী হুকুম পালন করল। শুধু তাই নয়, সে গান্ধীজীর জিনিসপত্রর পর্য্যন্ত নীচে টেনে ফেলে দিল।

■ ১৫। আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। আমি প্রথমে তাহাকে চিনতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই। তাহার সে লম্বা চুল নাই। তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম। কহিলাম—"কিরে রহমত কবে আসিলি?" সে কহিল—"কাল সন্ধ্যা বেলায় জেল হইতে খালাস পাইয়াছি!" কোন খুনিকে প্রত্যক্ষ দেখি নাই। ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সংকুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল আজকার এই শুভদিনে এ লোকটা গেলেই ভাল হয়। আমি তাহাকে বলিলাম—"আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি একটু ব্যস্ত আছি, আজ তুমি যাও।" কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?"

---

banglaquiz.in